তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৬০৯

**সেদিন জাতি সঠিক নেতৃত্ব পেলে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা ১৫ সেকেন্ডও টিকতে পারতো না**

 **- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নৃসংসভাবে হত্যা করা হলেও বাঙালি কিন্তু সেদিন বঙ্গবন্ধুকে ভুলে যায়নি। হয়ত তারা সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন যদি বাঙালি জাতি সঠিক নেতৃত্ব পেত, তাহলে খুনিরা ১৫ সেকেন্ডও টিকতে পারতো না। তিনি বলেন, সেদিন যাদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত ছিল, যারা নেতৃত্ব দিলে মানুষ রাস্তায় নেমে যেতো, তারা বাঙালি জাতির সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। এটি অস্বীকার করার কিছু নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

আনিসুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা সেদিন খুনি মোশতাকের সঙ্গে গিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল, শুধু তারাই যদি সেদিন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে না যেত, তাহলেই খুনিরা টিকতে পারেতো না।

আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। কারণ তিনি বাঙালির বন্ধু ছিলেন। বাঙালিকে তাদের অধিকার ও স্বাধিকার সম্বন্ধে শিখিয়েছেন। তাদের জন্য সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন এবং স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা-ধারা ও আদর্শ তিনি সংবিধানে সন্নিবেশ করে গেছেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচার কাজ নিম্ন আদালতে শেষ হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী। তাই আইনের শাসনের যে প্রক্রিয়া সেটা অনুসরণ করা হচ্ছে। যতদূর জানি, এখন হাইকোর্ট বিভাগে এই মামলার আপিল শুনানি চলছে। আশা করি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির কাজ শেষ হবে। সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আলোচনা সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার, নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক উম্মে কুলসুম, আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী এবং যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা, মো. শাহিনুর ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, কাজী আরিফুজ্জামান ও শেখ গোলাম মাহবুব সহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নৃশংস হত্যাকণ্ডের শিকার বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

রেজাউল/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০৮

**বছরে দেশে ১৫ লাখ বেল তুলা উৎপাদন করতে হবে**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে বছরে ৮৫ লাখ বেল তুলার প্রয়োজন হয়, আর উৎপাদন হয় ২ লাখ বেল। চাহিদার কমপক্ষে ২০ শতাংশ বা ১৫ লাখ বেল তুলা দেশে উৎপাদন করার সুযোগ রয়েছে। সেলক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে হবে। হাইব্রিড ও বিটি তুলার চাষ করতে পারলে বছরে দেশে ১৫ লাখ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব হবে।

 আজ রাজধানীর ফার্মগেটে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (সিডিবি) মিলনায়তনে দেশে প্রথমবারের মতো বিটি তুলার ২টি জাতের অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, দেশে তুলার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আগামীতে আরো বাড়বে। বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে, যাতে দেশেই চাহিদার ২০ শতাংশ তুলা উৎপাদন করা যায়।

 অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়ার সভাপতিত্বে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, সিডিবির অতিরিক্ত পরিচালক শেফালী রানী মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

 সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিডিবির নির্বাহী পরিচালক ফখরে আলম ইবনে তাবিব। তিনি জানান, দেশে প্রতিবছর প্রায় ৮৫ লাখ বেল তুলার চাহিদা রয়েছে। দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ২ লাখ বেল। ফলে বিপুল পরিমাণ তুলা আমদানিতে বছরে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। তবে দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ১৬ লাখ বেল তুলা।

 তিনি জানান, বিটি তুলা চাষ করে বিশ্বের অনেক দেশ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে ১৯৯৬ সালে প্রথম বিটি তুলার চাষ করা হয় এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০০২ সালে বিটি তুলার চাষ শুরু হয়। বায়োসেফটি গাইডলাইন অনুযায়ী সকল গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তির প্রেক্ষিতে, ২০২৩ সালের ৭ই মে ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি কর্তৃক ভারতের জে কে এগ্রি-জেনেটিক্স লিমিটেডের উদ্ভাবিত দুটি তুলার জাত জে কে সি এইচ ১৯৪৭ বিটি এবং জে কে সি এইচ ১৯৫০ বিটি মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তির জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

 প্রবন্ধে জানানো হয়, বিটি তুলার গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫০০ কেজি। বিটি তুলা চাষে বলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় ১২-১৫% কমবে এবং উৎপাদন ১৫-২০% বাড়বে। বিটি তুলা চাষে প্রাকৃতিক দূষণ কম ও কৃষকের স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।

 প্রবন্ধে আরো জানানো হয়, বর্তমানে হাইব্রিড তুলা চাষ লাভজনক। দুই বিঘা তুলা চাষে এক লাখ টাকারও বেশি আয় করতে পারেন যা বর্তমান বাজারে লাভজনক। এছাড়াও, তুলা বীজ বপনের পর প্রথম দেড় মাস স্বল্পকালীন শাক-সবব্জি (যেমন: লাল শাক, ডাটা শাক), মসলা জাতীয় ফসল (যেমন: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ধনেপাতা) এবং ডাল জাতীয় ফসল (যেমন: মুগ, মাসকলাই) আবাদ করে চাষিরা বাড়তি আয় করতে পারেন।

 বর্তমানে এক কেজি তুলা উৎপাদনের ফলে তিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয় এবং প্রতি টন বীজতুলা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তুলা থেকে আঁশ ছাড়াও ভোজ্য তেল, খৈল ও জ্বালানি উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। তুলা বীজ হতে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ভোজ্য তেল পাওয়া যায়, যা উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ও পুষ্টিকর। শস্যবিনাসে তুলা চাষের পর একই জমিতে বোরো ধান, আউশ ধান, ভুট্টা, মুগ, তিল বিভিন্ন এলাকায় লাভজনকভাবে আবাদ করা হচ্ছে।

 এর আগে কৃষিমন্ত্রী খামার বাড়ি সড়কে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নবনির্মিত ভবন 'তুলা ভবন ' উদ্বোধন করেন।

**পেঁয়াজের দামে তেমন প্রভাব পড়বে না- কৃষিমন্ত্রী**

 পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত ১৩ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছি, দেশে এসেছে মাত্র তিন লাখ টন। এর অর্থ হলো দেশেও পেঁয়াজ আছে। মাঠ পর্যায়েও খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, দেশের কৃষকদের নিকট এখনো তুলনামূলকভাবে পেঁয়াজের মজুত আছে। কাজেই, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও দেশে পেঁয়াজের দামে তেমন প্রভাব পড়বে না। শুল্ক আরোপের ঘোষণায় এখন দাম কিছুটা বাড়লেও কয়েক দিন পর কমে আসবে।

 তুরস্ক, মিশর ও চায়না থেকে পেঁয়াজ আমদানির চেষ্টা করা হবে বলেও এসময় জানান মন্ত্রী।

#

কামরুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৬০৭

**উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করা আবশ্যক**

 **--বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করা আবশ্যক। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারলে দ্রুত বাংলাদেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সুনিপুণ কারিগর হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শের ওপর বিশেষ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন । অর্থনৈতিক মুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রক্রিয়া পরিকল্পনামতোই এগুচ্ছিল। কিন্তু সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সকল উন্নয়ন স্থবির হয়ে যায়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের প্রজন্মরা এখনও বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করছে। তারা বাংলাদেশকে পঙ্গু ও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশ করতে সক্রিয় রয়েছে। এদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি দিয়েছেন। তা বাস্তবায়ন করতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে।

মূল আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোকপাত করেন। ১৯৭৫ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগীদের নিয়েও আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মোঃ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য মাহমুদুল কবীর মুরাদ সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০৬

**ভারতে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য সে দেশের**

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের কাছে ড. মোমেনের শোক**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 ড. মোমেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে পাঠানো আজ এক শোকবার্তায় বলেন, ‘ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস এবং একটি মন্দির ভেঙ্গে পড়াসহ মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত।’

 বন্যায় ভারত সরকারের তাৎক্ষণিক উদ্ধার তৎপরতা এবং সহায়তা কার্যক্রমের প্রশংসা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুবরণকারীদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সমবেদনা জানাচ্ছি। এছাড়া মন্দিরে আটকে পড়া ভক্তদের নিরাপদে উদ্ধার এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

 ভারতের সরকার ও জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ড. মোমেন বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি ভারত শীঘ্রই প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে।

#

মহসীন/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৬০৫

**চলচ্চিত্র আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্ব অঙ্গনে এগিয়ে নেবে**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে আমাদের দেশে যে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই শিল্প আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং এই চলচ্চিত্র আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্ব অঙ্গনেও এগিয়ে নেবে।’

আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল উপায়ে রাজধানীর গণভবন থেকে আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত বিটিআরসি ভবন ও তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন এবং তেজগাঁওয়ে বিএফডিসি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিএফডিসি প্রান্ত থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্যদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, চলচ্চিত্র শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন যে, বাঙালি জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে যদি সংরক্ষণ করতে হয়, বিকশিত করতে হয় তাহলে এই দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়োজন। সে কারণেই ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব বাঙলার শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তখন এফডিসি কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য বিল উত্থাপন করেছিলেন। তার হাত দিয়েই এই বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং সেই এফডিসির মাধ্যমে গত ৬৬ বছরে অনেক কালজয়ী সিনেমা যেমন নির্মিত হয়েছে, অনেক সিনেমা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে, স্বাধীনতার পরও দেশ গড়তে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি অনেক গুণী শিল্পীর জন্ম হয়েছে। আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বিএফডিসি অনন্য অবদান রেখে চলেছে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এফডিসির নতুন কমপ্লেক্স নির্মিত হতে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণে গত ৬৬ বছরে আর কোনো বড় স্থাপনা হয়নি। আজকে যদিওবা এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে ইতিমধ্যেই তিনটি বেজমেন্ট এবং একতলার কিছু অংশ নির্মাণ হয়েছে। আশা করছি আগামী ২ বছরের মধ্যে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করে স্রষ্টার ইচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া আমরা গাজীপুরে একশ’ পাঁচ একর জায়গার ওপর বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নির্মাণ করছি, প্রথম ধাপের কাজ শেষ হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের কাজের জন্য তিনশ’ আশি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং একনেকে পাস হয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন যে, চলচ্চিত্র শিল্প ইতিমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সিনেমা এখন দেশের সাথে অন্যান্য দেশে একযোগে মুক্তি পায়। অনেক সিনেমা ১০-১২ টি দেশে মুক্তি পায় কিন্তু একটি সিনেমা ২১ কি ২২ টি দেশেও মুক্তি পেয়েছে। সেখানে শুধু যে বাঙালিরা দেখছে তা না, বিদেশিরাও দেখছে। চীনে, ইতালিতেও মুক্তি পেয়েছে। অনেক সিনেমা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছে।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘কলকাতার সিনেমার শিল্পের সাথে যারা যুক্ত তারা আগে মনে করতো আমরা পিছিয়ে আছি, এখন ওখানে আমাদের সিনেমা দেখার জন্য দীর্ঘ লাইন হয়। গত বছর কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে একটি সিনেমা দেখার জন্য সেখানে প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি লাইন হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সিনেমা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৬০৪

**যারা ১৫ আগস্ট, ২১ আগস্ট ঘটায়, মানুষ পোড়ায় তাদের বর্জন ও প্রতিহত করুন**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘যারা ১৫ আগস্ট, ২১ আগস্ট ঘটায়, মানুষ পোড়ায়, পবিত্র কোরআন শরিফ পোড়ায়, যারা হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করে, দেশবাসীর প্রতি আহ্বান, তাদেরকে বর্জন করুন, প্রতিহত করুন।’

তিনি বলেছেন, ‘বিএনপি হত্যার রাজনীতি করে। হত্যার রাজনীতির মাধ্যমেই বিএনপির উত্থান, পথ চলা, ষড়যন্ত্র এবং তারা হত্যার রাজনীতিতেই বিশ্বাস করে। আজকে তারা লম্বা লম্বা কথা বলে, যাদের এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত না।’

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় হত্যাকারী ও পরিকল্পনাকারীদের দ্রুত বিচারের রায় কার্যকর করার দাবিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। ২১ আগস্ট আহত-নিহত পরিবারের কেন্দ্রীয় সংগঠন ‘গণতন্ত্র যোদ্ধা ২১ আগস্ট বাংলাদেশ’ এ সভার আয়োজন করে।

‘২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নে তারেক জিয়ার পরিচালনায় খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারেই পরিচালনা করা হয়েছিল’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল মুশতাক এবং জিয়া আর ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা ঘটিয়েছে তারেক জিয়া এবং খালেদা জিয়া। গ্রেনেড হামলায় তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আহত হয়েছেন, তার দলের ২২ জন নেতা-কর্মী নিহত, পাঁচশ’রও বেশি নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু সংসদে একটি শোক প্রস্তাব আনতে বা কোনো আলোচনাও করতে দেওয়া হয়নি। বরং হাস্যরস করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনাই না কি ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে গেছে। অর্থাৎ ওদের কথা অনুযায়ী আমরা সবাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সে দিন বিদেশি সন্ত্রাসীরাও ঢাকায় এসেছিলো, এ হামলা পরিচালনার সাথে তাদেরকেও যুক্ত করা হয়েছিলো। তারা যখন শুনেছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মারা যাননি তখন চলে গেছে। হামলায় ব্যবহৃত গ্রেনেড জেলখানার মধ্যে পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সামরিক বাহিনীর গ্রেনেড জেলখানার অপরাধীদের হাতে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকজন হামলাকারীকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এইভাবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারেক জিয়ার নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলা ঘটানো হয়।’

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলার অন্যতম সাক্ষী হাছান মাহমুদ বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা সেদিন ভাগ্যক্রমে স্রষ্টার কৃপায় বেঁচে গেছেন। বুলেটপ্রুফ গাড়ি যদি না থাকতো, বাঁচার কোনো উপায় ছিলো না। আমার শরীরে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা স্প্রিন্টার আছে, অনেকের পাঁচশ’-ছয়শ’ আছে। ফেরদৌসী, কাজল আরো অনেকেই আছেন যারা পাঁচশ’-ছয়শ’ স্প্রিন্টার নিয়ে বেঁচে আছেন, পঙ্গু হয়ে গেছেন। এবং এত ভয়াবহ হামলা ও হত্যাকাণ্ডের বিচার তো হয়ইনি বরং বিচারপতি জয়নুল আবেদীনকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল যে কমিশন গাঁজাখুরি রিপোর্ট দিলো যে ইসরাইলের ‘মোসাদ’ এ ঘটনা ঘটিয়েছে। বিচারের নামে ‘জজ মিয়া’ নাটক সাজিয়ে তখন জাতিকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘হামলার পরে আমাদের নেতাকর্মীরা আহতদের উদ্ধারে, নিহতদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য এলে তাদের ওপর টিয়ারসেল নিক্ষেপ করা হয়। মামলার আলামত নষ্ট করার জন্য হামলার স্থান পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর একজন অফিসার মেজর শামস আলামত হিসেবে একটি গ্রেনেড রেখে দেওয়ায় তাকে সেনাবাহিনী থেকে সাসপেন্ড করা হয়। সে এক সময় ছাত্রলীগ করত, সে এখন রাজউকের বোর্ড মেম্বার। এগুলোই তো প্রমাণ যে খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়া মিলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, ‘এই দেশের মালিক এই দেশের মানুষ। এই দেশের ক্ষমতার মালিক এই দেশের মানুষ। এখানে কে ক্ষমতায় থাকবে, কে ক্ষমতায় থাকবে না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এই দেশের মানুষ, অন্য কোনো দেশ নয়, অন্য কেউ নয়। আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যে, আঘাত পেলে সংগঠিত হয়, ঘুরে দাঁড়ায়, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর তারা ভেবেছিল আওয়ামী লীগ আর আগের মতো দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার ধমনী-শিরায় বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোত প্রবাহমান, যে রক্ত আপস জানে না, পরাভব মানে না। আমরা ভেঙে পড়বো কিন্তু কোনদিন মচকাবো না, প্রয়োজনে মৃত্যুকে বরণ করবো। জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে রাজনীতির মাঠে নেমেছি, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো, পরাজিত হবো না কোনদিন।’

‘গণতন্ত্র যোদ্ধা ২১ আগস্ট বাংলাদেশ’ সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান নাজিমের সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি মোল্লা আবু কাওসার, অ্যাড. কাজী শাহানারা ইয়াসমিন প্রমুখ সভায় বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৬০৫

**চলচ্চিত্র আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্ব অঙ্গনে এগিয়ে নেবে**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে আমাদের দেশে যে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই শিল্প আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং এই চলচ্চিত্র আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্ব অঙ্গনেও এগিয়ে নেবে।’

আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল উপায়ে রাজধানীর গণভবন থেকে আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত বিটিআরসি ভবন ও তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন এবং তেজগাঁওয়ে বিএফডিসি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিএফডিসি প্রান্ত থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্যদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, চলচ্চিত্র শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন যে, বাঙালি জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে যদি সংরক্ষণ করতে হয়, বিকশিত করতে হয় তাহলে এই দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়োজন। সে কারণেই ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব বাঙলার শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তখন এফডিসি কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য বিল উত্থাপন করেছিলেন। তার হাত দিয়েই এই বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং সেই এফডিসির মাধ্যমে গত ৬৬ বছরে অনেক কালজয়ী সিনেমা যেমন নির্মিত হয়েছে, অনেক সিনেমা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে, স্বাধীনতার পরও দেশ গড়তে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি অনেক গুণী শিল্পীর জন্ম হয়েছে। আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বিএফডিসি অনন্য অবদান রেখে চলেছে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এফডিসির নতুন কমপ্লেক্স নির্মিত হতে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণে গত ৬৬ বছরে আর কোনো বড় স্থাপনা হয়নি। আজকে যদিওবা এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে ইতিমধ্যেই তিনটি বেজমেন্ট এবং একতলার কিছু অংশ নির্মাণ হয়েছে। আশা করছি আগামী ২ বছরের মধ্যে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করে স্রষ্টার ইচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া আমরা গাজীপুরে একশ’ পাঁচ একর জায়গার ওপর বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নির্মাণ করছি, প্রথম ধাপের কাজ শেষ হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের কাজের জন্য তিনশ’ আশি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং একনেকে পাস হয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন যে, চলচ্চিত্র শিল্প ইতিমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সিনেমা এখন দেশের সাথে অন্যান্য দেশে একযোগে মুক্তি পায়। অনেক সিনেমা ১০-১২ টি দেশে মুক্তি পায় কিন্তু একটি সিনেমা ২১ কি ২২ টি দেশেও মুক্তি পেয়েছে। সেখানে শুধু যে বাঙালিরা দেখছে তা না, বিদেশিরাও দেখছে। চীনে, ইতালিতেও মুক্তি পেয়েছে। অনেক সিনেমা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছে।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘কলকাতার সিনেমার শিল্পের সাথে যারা যুক্ত তারা আগে মনে করতো আমরা পিছিয়ে আছি, এখন ওখানে আমাদের সিনেমা দেখার জন্য দীর্ঘ লাইন হয়। গত বছর কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে একটি সিনেমা দেখার জন্য সেখানে প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি লাইন হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সিনেমা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৬০৩

**মানুষের জীবনধারায় ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে**

 **- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের জীবনধারায় ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তৃণমূল থেকে শুরু করে জলে - স্থলে -অন্তরীক্ষে ডিজিটাল সংযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে বিটিআরসি অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত সাড়ে চৌদ্দ বছরে ডিজিটাল সংযুক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ৭০ হাজার ৬৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

ঢাকায় আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিটিআরসির নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন ভবন উদ্বোধন পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান শ‌্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিটিআরসির সাবেক চেয়ারম‌্যন সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ, ড. শাহজাহান মাহমুদ ও জহুরুল হক, বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম‌্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ও বর্তমান কমিশনারগণ ও মহাপরিচালকবৃন্দ অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিক্রিয়া ব‌্যক্ত করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ডিজিটাল সংযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার হাব হিসেবে নবনির্মিত টেলিযোগাযোগ ভবনের উদ্বোধনের এই মাহেন্দ্র ক্ষণটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রার মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে বলেন, বিটিআরসি প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর নিজস্ব আইকনিক ভবনে প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হলো। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত্তি ডিজিটাল সংযুক্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশের শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা শুরু হয়েছে।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন ও আইটিইউ - এর সদস্যপদ অর্জন এবং টিএন্ডটি বোর্ড গঠন করার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর বপন করা বীজটি সযত্নে চারা গাছে রূপান্তর করেন। ২০০৯ সাল থেকে সাড়ে চৌদ্দ বছরে চারাগাছটি বিরাট এক মহিরুহে রূপান্তর লাভ করেছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

২০০৯ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইদথের ব্যবহার ছিল ১০ জিবিপিএস বর্তমানে তা ৪৮৬৫ জিবিপিএস অতিক্রম করেছে। ২০০৮ সালে এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইদথের দাম ছিল ২৭০০০/ টাকা, যা একদেশ এক রেটের আওতায় বর্তমানে ৬০ টাকা মাত্র। ২০০৯ সালে টেলিযোগাযোগ খাত থেকে মোট রাজস্ব আয় ছিল ৩৬০৭ কোটি টাকা বর্তমানে তা ৭০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। ২০০৯ আন্তর্জাতিক ব্রডব্যান্ড ক্যাপসিটি ছিল পঁয়তাল্লিশ জিবিপিএস বর্তমানে তা ছয় হাজার জিবিপিএস অতিক্রম করেছে। ২০০৯ সালে ফাইভার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক ছিল ১৪ হাজার ৮৭৬ কিলোমিটার বর্তমানে তা ১ লাখ ৬১ হাজার ৯৬৬ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সালে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন ছিল শুন্য বর্তমানে চাহিদার শতকরা সাতানব্বই ভাগ দেশে স্থাপিত ১৫টি মোবাইল কারখানা থেকে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকা ফোরজি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আইকনিক এই ভবনটি ডিজিটাল সংযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের মাইলফলক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০২

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনির্মিত ‘তথ্য কমিশন ভবন’ এর উদ্বোধন করেন**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ১৩ তলা বিশিষ্ট তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন করেছেন। ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশন প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, সাবেক তিন প্রধান তথ্য কমিশনার, দুই তথ্য কমিশনার এবং কমিশন সচিব জুবাইদা নাসরীনসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ।

 ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন গঠনের পর অস্থায়ী অফিসেই কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় শূন্য দশমিক ৩৫ একর জমি বরাদ্দ দেন। ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ৭৫ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০২২ সালের ৩০ জুন ৭১ কোটি ৬৭ লাখ ৯ হাজার টাকা ব্যয়ে দৃষ্টিনন্দন ভবনটি নির্মাণ করা হয়।

 নবনির্মিত তথ্য কমিশন ভবনটিতে রয়েছে ৭ হাজার ৮৬৬ দশমিক ৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস, এজলাস কক্ষ, ৩০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ অডিটোরিয়াম, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি, বনায়ন স্পেস, আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধা, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কার লিফ্ট, কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ১২৫০ কেভিএ সাব স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর, নিজস্ব পাম্প হাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া, ডে-কেয়ার সেন্টার, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং সার্বক্ষণিক ওয়াইফাইসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা।

 ভবনটি নির্মাণের ফলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন সুন্দর ও মনোরম কর্মপরিবেশে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারবে।

#

লিটন/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০০

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম বৈঠক অনুষ্ঠিত

**রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা পরিষদে**

**যথাক্রমে ৩০, ২৯ ও ২৮টি বিভাগ ও দপ্তর হস্তান্তরিত হয়েছে**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 তিন পার্বত্য জেলার সরকারি দপ্তরসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের কাজ সফলভাবে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা পরিষদে যথাক্রমে ৩০, ২৯ ও ২৮টি বিভাগ ও দপ্তর হস্তান্তরিত হয়েছে। এতে করে পার্বত্যবাসীর সরকারি সেবা কার্যক্রমে সুফল পাচ্ছে। এ কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসু করতে সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়। আজ জাতীয় সংসদভবনস্থ কার্যালয়ে কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, এমপি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এমপি যোগদান করেন। মাননীয় আহ্বায়ক এর বিশেষ আমন্ত্রণে বাসন্তী চাকমা এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য গৌতম কুমার চাকমা এবং এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রম গতিশীল ও ফলপ্রসু করতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনবল কাঠামো বাস্তবায়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো পার্বত্য অঞ্চলের সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পে পর্যায়ক্রমে ৩০টি ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েন বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরো জানানো হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা-২০১৯ দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রণয়নের লক্ষ্যে শিগগিরই ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করা হবে। সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

 বৈঠকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা, পর্যটন শিল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়। সভায় পার্বত্য অঞ্চলকে নিরাপদ, সুখী, উন্নত, শান্তি ও সমৃদ্ধির জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন।

#

আহসান/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৯

**আগস্টের কষ্ট বুকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

**এবং শেখ রেহানা দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের মতো বিপুল সংখ্যক দলের অংশগ্রহণের টুর্নামেন্ট পৃথিবীতে বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও হয় না। এদিক দিয়ে এই টুর্নামেন্ট পৃথিবীতে ফুটবল ইতিহাসে একটি জায়গা করে নিয়েছে। বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং গত ১৫ বছরে এগিয়ে গেছে, সে সাথে বাংলাদেশে খেলাধুলার ক্ষেত্রে জাগরণ তৈরি হয়েছে। ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ের ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। এটা একটা বড় প্রাপ্তি। এত বড় টুর্নামেন্টে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে সেটা আমরা কখনো চিন্তাও করিনি। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা শিশুদের নিয়ে চিন্তা করেন বলেই এরকম একটি টুর্নামেন্টের কথা চিন্তা করলে বুঝা যায়। গ্রাম ও তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে সাহস ও আকাঙ্খা জাগ্রত করা, প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া এই টুর্নামেন্টের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জস্থ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩ এর ফাইনাল খেলার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বলে আমরা জাতীয় সংগীত গাইতে পারছি, স্বাধীন দেশের পরিচয় দিতে পারছি। এ পরিচয় দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর যে অর্জন, সে অর্জনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের। এ দুজন মহামানব ও মহামানবীকে আমরা হারিয়েছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সাথে হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্রসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে শোকাবহ মাস। শোকের মাস অনেক কষ্টের মাস। এ কষ্ট বুকে ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বেঁচে থাকা দুঃসন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য শিশুদের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা বলেছেন, এই পৃথিবীটাকে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য আজকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর বসবাসযোগ্য করে তুলবো। সেখানে সকলেই বড় হবে সুনাম অর্জন করবে। আজকের এই টুর্নামেন্ট এক সময় পৃথিবীতে অনেক বড় স্বীকৃতি নিয়ে আসবে। সেটার মধ্য দিয়ে আজকে তোমাদের যে অংশগ্রহণ পৃথিবী সেটাকে স্বীকৃতি দিবে। তোমরা দেশপ্রেম বিবেক বুদ্ধি দিয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৯৮

২২ অক্টোবর সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের ক্ষতিপূরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

**মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশ, বঙ্গবন্ধু টানেল, ১৪০টি সেতুসহ**

**আগামী ২ মাসে কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২২ অক্টোবর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের উদ্বোধনের তারিখ নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ২০ অক্টোবর মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২২ অক্টোবর একদিনে উদ্বোধন হবে ১৪০টি সেতু। উদ্বোধন করা হবে ভেহিকল ইন্সপেকশন সেন্টার।

আজ সকালে সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, সড়ক দুঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের পরিবার ৫ লাখ টাকা ও অঙ্গহানি হওয়া প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ পাবেন ৩ লাখ টাকা।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এমআরটি লাইন ফাইভ নদার্ন রুটের গ্রাউন্ডব্রেকিং কার্যক্রমের উদ্বোধন। চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন ২৮ অক্টোবর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন।

সংবাদ সম্মেলনে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী, সেতু সচিব মনজুর হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতরের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

#

**ওয়ালিদ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫৪০ ঘন্টা**

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৯৭

**ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে সকলকে সতর্ক থাকতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আহ্বান**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত একটি প্রকল্পে নিয়োগ হচ্ছে মর্মে একটি ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেম ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এতে বিভিন্ন প্রতারক চক্র ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা ও প্রকল্পে চাকরি দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে। আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে।

নিয়োগপ্রার্থীগণ যাতে প্রতারিত না হন সেজন্য সকলকে ভূমি মন্ত্রণালয় কিংবা এর দপ্তর/সংস্থায় নিয়োগের যেকোনো তথ্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে যাচাই করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ উপায়ে আবেদন বা অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে ইতোপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় অনেকবার সতর্ক করেছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে : দাপ্তরিক ওয়েব পোর্টাল - ভূমি মন্ত্রণালয়: www.minland.gov.bd, ভূমি আপিল বোর্ড: www.lab.gov.bd, ভূমি সংস্কার বোর্ড: www.lrb.gov.bd, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর: www.dlrs.gov.bd, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: www.latc.gov.bd। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: www.facebook.com/minland.gov.bd।

এছাড়া, ভূমিসেবা পোর্টাল: [www.land.gov.bd](http://www.land.gov.bd/) এবং ভূমিসেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: [www.facebook.com/land.gov.bd](http://www.facebook.com/land.gov.bd) এর মাধ্যমে সরাসরি ভূমিসেবা দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক চব্বিশ ঘণ্টার যেকোনো সময় ১৬১২২ নম্বরে কল করে ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন এবং পাবেন ভূমিসেবা, এছাড়া বিদেশ থেকে ৮৮০ ৯৬১২-৩১৬১২২ নম্বরে কল করে একই সেবা পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর বা সংস্থাসমূহের সকল প্রকার নিয়োগ কার্যক্রম প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে কিংবা অর্থের বিনিময়ে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা হতে কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগের কোনো সুযোগ নেই। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকায় এবং মন্ত্রণালয়ের ও দপ্তর সংস্থাসমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইটে যথানিয়মে প্রকাশ করা হয়। এখানে চাকরি দেয়ার নামে কেউ যদি অর্থ দাবী করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

নাহিয়ান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৬

**২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে সরকার**

 **-ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেছেন, জাতির পিতার আদর্শের পথ ধরে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শই ছিলো বাঙালি জাতির মুক্তির দলিল। বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। সেজন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিলো পুরো বাঙালি জাতির স্বপ্ন। এ জাতিকে নেতৃত্বশূন্য ও দিশেহারা করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিবর্জিত দেশবিরোধী কুচক্রী মহল এ পাশবিক ও নৃশংসতম হত্যাকান্ড করেছিলো৷ ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও, হত্যা করতে পারেনি তাঁর আদর্শ আর ‘সোনার বাংলা’ গড়ার স্বপ্নকে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার ও হাজেরা খাতুন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ১৫ আগস্ট সকল শহিদদের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত হয়।

#

আসিফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৯৫

**বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন**

**দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গতকাল ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে হোটেল তাজ ওয়েস্ট এন্ডে বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের ফোরাম জি-২০ সম্মেলন শেষে সিঙ্গাপুরের যোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রী জোসেফাইন টিও, যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, নেদারল্যান্ডের ইন্টেরিয়র অ্যান্ড কিংডম বিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি আলেকজান্দ্রা কার্লা ভ্যান হাফেলেন, ইউএনডিপি-এর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল উলরিকা মোদেরসহ জি-২০ এবং অতিথি দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে পৃথক সাক্ষাৎ করেন।

এসময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্যাশলেস ইকোনমি, স্টার্টআপ বিনিময়, বিটুবি ম্যাচমেকিং এর মতো দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সকলের উপকারে আসে এমন একটি ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করার জন্য তাঁরা একমত পোষণ করেন। প্রতিমন্ত্রী দেশেগুলোর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলকে পরিদর্শন এবং বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১৪৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৪

**২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ভয়াল দিন। ২০০৪ সালের এ দিনে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা; আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে হত্যা, ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করা।

মহান আল্লাহ’র অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম তৈরি করে আমাকে রক্ষা করেন। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভানেত্রী বেগম আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত হন; আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তাকর্মী। তাঁদের অনেকেই চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। অনেকে দেহে স্প্লিন্টার নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। আমি ২১ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিএনপি-জামাত জোট সবসময় জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা করে আসছে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এই জোট। একের পর এক বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা চালিয়ে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালায়। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজনৈতিক সমাবেশে এ ধরনের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ নারকীয় হামলা ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচার করা ছিল সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো হত্যাকারীদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সব আলামত ধ্বংস করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহার করে তারা ‘জজ মিয়া’ নাটক সাজায়। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে হাওয়া ভবন ও বিএনপি-জামাত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০১৮ সালের অক্টোবরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় হয়। আদালত গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে বিএনপি নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিদেশে পলাতক তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে ১১ আসামির। এই রায়ের মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আশা করি, সকল আইনি বিধিবিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় দ্রুত কার্যকর হবে। এই রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চির অবসান হবে; জাতি কলঙ্কমুক্ত হবে।

-২-

বিএনপি-জামাত জোটের সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে বাংলাদেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিহিংসার রাজনীতি বাদ দিয়ে দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। ২১ আগস্টের বীভৎস হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এখনও নানাভাবে ষড়যন্ত্র করছে। আসুন, ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তির যে কোন চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আগামী প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তুলি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৫৯৩

**২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘২১ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি শোকাবহ ও ভয়াল হত্যাযজ্ঞের দিন। ২০০৪ সালের এ দিনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় শহিদ হন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভানেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী। আমি ২১ আগষ্টের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ‘৬৬ এর ৬-দফা,’ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ‘৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে স্বৈরশাসকের বুলেটের আঘাতে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সেদিন স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে অকালে জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পরিবারের সদস্যদের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। এরপরও ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকচক্র থেমে থাকেনি। তারা পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালীন ইতিহাসের বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে সেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও শহিদ হন দলের ২৪ জন নেতাকর্মী। আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তাকর্মীসহ অনেকে। এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে পঙ্গুত্ববরণ করে, সারা শরীরে স্প্লিন্টার নিয়ে আজও দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। ঘাতকচক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ ও আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেওয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকার দেশ পরিচালনা করছে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের চলমান গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সকল রাজনৈতিক দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকামী জনগণ একটি আত্মমর্যাদাশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকারকে সহযোগিতা করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

রাহাত/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১১৪৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ